রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ১৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১৬, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১৫—৪২৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬১—৪৭২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯৩—৪০৩
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৯—১২
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
কর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ ফাল্গুন ১৪৩২/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৭.৬৫.০০৯৯.২৫.৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান(২০০৫৩৩), উপ কর কমিশনার, (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা গত ২৪ জুন ২০২৫ তারিখ আনুমানিক সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় রাজস্ব ভবনের প্রবেশ পথে অবস্থান করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২ জুন ২০২৫ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০০০. ০১৯.০০০১.২১.৩৩ নং স্মারকমূলে জারীকৃত বদলির আদেশ আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে অবজ্ঞাপূর্বক ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং এর মাধ্যমে বদলি আদেশ অমান্যকারীকে সমর্থন করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ/আচরণ চাকুরী শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও সরকরি আদেশ অবজ্ঞাকরণের শামিল যা 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯' এর ৩০এ বিধির লংঘন এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যেহেতু, জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান এর উক্তরূপ কর্মকান্ডের জন্য 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জনাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ১৮-০৯-২০২৫ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান শুনানীতে জিজ্ঞাসার জবাবে জানান ২৪-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখ দুপুরের পর সরকার প্রতিশ্রুত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করা, নিপীড়নমূলক বদলীসহ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাজস্ব বোর্ডকে অস্থিতিশীল করার প্রতিবাদে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং এবং ২২-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখের আদেশ ছিঁড়ার পুরো সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম WhatsApp এর জয়েন্ট প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন সময়ে তার নামে যেসব মন্তব্য রয়েছে সেসব মন্তব্য তার; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান (২০০৫৩৩), উপ কর কমিশনার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখের ০৮.০১.০০০০.০০০.০১৯.০০০১.২১.৩৩ নং স্মারকমূলে জারীকৃত বদলীর আদেশ আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে অবজ্ঞাপূর্বক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করার এবং সরকারের বদলির আদেশ অমান্যকারীদের সমর্থন করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ৩০এ বিধি লঙ্ঘন এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত; এবং

যেহেতু, তাঁর কারণ দর্শনোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয় পক্ষের প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'বেতন গ্রেডের তিন ধাপ অবনমিতকরণ' এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান (২০০৫৩৩), উপ কর কমিশনার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'বেতন গ্রেডের তিন ধাপ অবনমিতকরণ' অর্থাৎ মূল বেতন ৪৭,৬০০/- টাকার তিন ধাপ নিম্নে ৪১,১১০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। একই সঙ্গে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৫ ফাল্গুন ১৪৩২/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৭.৬৫.০০৭২.১৮.০৮**—যেহেতু, জনাব ইমাম তৌহিদ হাসান শাকিল (২০০৬২১), উপ কর কমিশনার,(সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা গত ২৪ জুন ২০২৫ তারিখ আনুমানিক সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় রাজস্ব ভবনের প্রবেশ পথে অবস্থান করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২ জুন ২০২৫ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০০০. ০১৯.০০০১.২১.৩৩ নং স্মারকমূলে জারীকৃত বদলির আদেশ আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে অবজ্ঞাপূর্বক ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং এর মাধ্যমে বদলি আদেশ অমান্যকারীকে সমর্থন করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর উক্তরুপ কার্যকলাপ/আচরণ চাকুরী শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও সরকরি আদেশ অবজ্ঞাকরণের শামিল যা 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯' এর ৩০এ বিধির লংঘন এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যেহেতু, জনাব ইমাম তৌহিদ হাসান শাকিল এর উক্তরূপ কর্মকাণ্ডের জন্য 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কৈফিয়তের জনাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব ইমাম তৌহিদ হাসান শাকিল শুনানীতে জিজ্ঞাসার জবাবে জানান ২৪-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখ দুপুরের পর সরকার প্রতিশ্রুত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংস্কার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করা, নিপীড়নমূলক বদলিসহ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাজস্ব বোর্ডকে অস্থিতিশীল করার প্রতিবাদে WhatsApp গ্রুপে বিভিন্ন সময়ে তার নামে যেসব মন্তব্য রয়েছে সেসব মন্তব্য তার; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব ইমাম তৌহিদ হাসান শাকিল (২০০৬২১), উপ কর কমিশনার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার বিরুদ্ধে সরকরি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ৩০এ বিধি লঙ্ঘন এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত; এবং

যেহেতু, তাঁর কারণ দর্শনোর জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'বেতন গ্রেডের দুই ধাপ অবনমিতকরণ' এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব ইমাম তৌহিদ হাসান শাকিল (২০০৬২১), উপ কর কমিশনার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'বেতন গ্রেডের দুই ধাপ অবনমিতকরণ' অর্থাৎ মূল বেতন ৩৯,১৫০/- টাকার দুই ধাপ নিম্নে ৩৫,৫০০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। একই সঙ্গে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১১ ফাল্গুন ১৪৩২/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৭.৬৫.০০৯৮.২৫.১১**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শিহাবুল ইসলাম (২০০৫৩৬) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), বর্তমানে উপ কর কমিশনার, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এবং প্রাক্তন উপ কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা গত ২৪ জুন ২০২৫ তারিখ আনুমানিক সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় রাজস্ব ভবনের প্রবেশ পথে অবস্থান করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২ জুন ২০২৫ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০০০.০১৯. ০০০১. ২১.৩৩ নং স্মারকমূলে জারীকৃত বদলির অফিস আদেশ আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে অবজ্ঞাপূর্বক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ/আচরণ চাকুরী শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও সরকরি আদেশ অবজ্ঞাকরণের শামিল যা 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯' এর ৩০এ বিধির লংঘন এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শিহাবুল ইসলাম এর উক্তরূপ কর্মকাণ্ডের জন্য 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করায় ১৮-০৯-২০২৫ খ্রি. তারিখে শুনানি গ্রহণ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শিহাবুল ইসলাম, উপকর কমিশনার (সাময়িক বরখাস্ত) গত ২৪ জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখে বিকাল ২:৩০ ঘটিকায় রাজস্ব ভবনের প্রবেশ পথে অবস্থান করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখের ০৮.০১.০০০০.০০০.০১৯.০০০১.২১.৩৩ নং স্মারকমূলে জারীকৃত বদলির আদেশ আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে অবজ্ঞাপূর্বক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সামনে প্রাকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং সরকারের বদলির আদেশ অমান্যকারীদের সমর্থন করেন; এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম WhatsApp এবং Tax-Customs Joint Platform-এ প্রায় প্রতিদিন তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত অমানবিক, অমার্জিত, অশালীন, উগ্র, শিষ্টাচার-বহির্ভূত, চাকরি শৃঙ্খলার জন্য হানিকর ও ঘৃণা-সূচক, যা কোনো মতেই সরকারি কর্মকর্তা সুলভ নয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ শিহাবুল ইসলাম (২০০৫৩৬), উপকর কমিশনার (সাময়িক বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ৩০এ বিধি লঙ্ঘন এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত; এবং

যেহেতু, তাঁর কারণ দর্শনোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয় পক্ষের প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'বেতন গ্রেডের পাঁচ ধাপ অবনমিতকরণ' এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শিহাবুল ইসলাম (২০০৫৩৬) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), উপ কর কমিশনার কর অঞ্চল-খুলনা (বর্তমানে উপ কর কমিশনার, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক (বেতন গ্রেডের পাঁচ ধাপ অবনমিতকরণ' অর্থাৎ বর্তমান মূল বেতন ৪৭,৬০০/- টাকার পাঁচ ধাপ নিম্নে ৩৭,২৮০/-টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। একই সঙ্গে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

শুল্ক-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২/০১ মার্চ ২০২৬

নং **০৮.০০.০০০০.০২৭.৬৫.০৪০.১৩.৩৩**—যেহেতু, জনাব আ. আ. ম. আমীমুল ইহসান খান (৩০০১৩৯) অতিরিক্ত কমিশনার ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা প্রথম সচিব পদে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন সরকার কর্তৃক গত ১২ মে ২০২৫ তারিখ রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারির পর এর বিরোধিতা করে নিজে দাপ্তরিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য কর্মচারীদের প্ররোচিত ও সমর্থন করেছেন। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট এবং আয়কর বিভাগের কর্মচারীদের কর্মসূচি চলাকালীন দায়িত্বরত কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে বাধা প্রদান করে সংগঠকের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেছেন; এবং

২। যেহেতু, তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ/আচরণ চাকুরী শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও সরকারি আদেশ অবজ্ঞাকরণ 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯' এর ৩০এ বিধির লংঘন এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রেরণপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়;

৩। যেহেতু, জনাব আ. আ. ম. আমীমুল ইহসান খান (৩০০১৩৯) কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আ. আ. ম. আমীমুল ইহসান খান (পরিচিতি নং ৩০০১৩৯) অতিরিক্ত কমিশনার ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, জনাব আ. আ. ম. আমীমুল ইহসান খান (৩০০১৩৯) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক তাঁর মূল বেতন ০৩(তিন) ধাপ অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আ. আ. ম. আমীমুল ইহসান খান (৩০০১৩৯) অতিরিক্ত কমিশনার ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক বেতন গ্রেডের প্রারম্ভিক ধাপে ০৩(তিন) বছরের জন্য অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদকাল পরবর্তীতে বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না এবং উক্ত সময়ের জন্য কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। একই সাথে এ বিভাগের ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৫.০০৪২.১৯.১৫৩ নম্বর স্মারকে জনাব আ. আ. ম. আমীমুল ইহসান খান (৩০০১৩৯) অতিরিক্ত কমিশনার ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্তকৃত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **০৮.০০.০০০০.০২৭.৬৫.০৫৪.১৩.৩৪**—যেহেতু, জনাব সাধন কুমার কুণ্ডু (৩০০১৫৭) অতিরিক্ত কমিশনার ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প, ঢাকায় পূর্ণকালীন সংযুক্তিতে কর্মরত থাকাকালীন সরকার কর্তৃক গত ১২ মে ২০২৫ তারিখ রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারির পর এর বিরোধিতা করে নিজে দাপ্তরিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম whatsApp গ্রুপে জয়েন্ট Platform এ বিভিন্ন মন্তব্য করার মাধ্যমে অন্যান্য কর্মচারীদের প্ররোচিত ও সমর্থন করেছেন। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট এবং আয়কর বিভাগের কর্মচারীদের কর্মসূচি চলাকালীন দায়িত্বরত কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে বাধা প্রদান করে সংগঠকের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেন; এবং

২। যেহেতু, তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ/আচরণ চাকুরী শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও সরকারি আদেশ অবজ্ঞাকরণ 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯' এর ৩০এ বিধির লংঘন এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রেরণপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়;

৩। যেহেতু, জনাব সাধন কুমার কুণ্ডু (৩০০১৫৭) কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সাধন কুমার কুণ্ডু (৩০০১৫৭) অতিরিক্ত কমিশনার ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, জনাব সাধন কুমার কুণ্ডু (৩০০১৫৭) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক তাঁর মূল বেতন ০৩(তিন) ধাপ অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সাধন কুমার কুণ্ডু (৩০০১৫৭) অতিরিক্ত কমিশনার ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক বেতন গ্রেডের প্রারম্ভিক ধাপে ০৩(তিন) বছরের জন্য অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদকাল পরবর্তীতে বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না এবং উক্ত সময়ের জন্য কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। একই সাথে এ বিভাগের ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮৫৪১৩.১৫৫ নম্বর স্মারকে জনাব সাধন কুমার কুণ্ডু (৩০০১৫৭) অতিরিক্ত কমিশনার ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২/১১ মার্চ ২০২৬

নং **০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০০৯.১৭.৪৫**—যেহেতু, জনাব মুকিতুল হাসান (৩০০২৫৫), দ্বিতীয় সচিব (উপ কমিশনার), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে চাহিত রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ সংক্রান্ত বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যকার খসড়া চুক্তি যা অত্যন্ত গোপনীয় এবং NON DISCLOSED AGREEMENT হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হয়ে উক্ত খসড়া চুক্তির কপি জনাব রুহুল আমিন, সাংবাদিক (ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি এবং বর্তমানে ৭১ টিভি তে কর্মরত) কে সরবরাহ করেছেন। পরবর্তীতে উক্ত খসড়া চুক্তি সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের, অনলাইন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম বাংলা আউটলুক এবং তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র মধ্যবর্তী রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বিষয়ক চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় এবং এটি প্রকাশ হওয়ায় সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে; এবং

২। যেহেতু, তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ/আচরণ চাকরি শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও সরকরি আদেশ অবজ্ঞাকরণের শামিল যা 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯' এর ১৯ বিধির লংঘন এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৩। যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) মোতাবেক তাঁকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১৬ জুলাই ২০২৫ খ্রি. তারিখের ২১৭ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, উল্লিখিত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর: ০৪/২০২৫) রুজু করে ১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০০৯.১৭.১৪ ও ১৫নং স্মারকের মাধ্যমে যথাক্রমে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রণয়নপূর্বক তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

৫। যেহেতু, তাঁর ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অভিযোগনামার বিষয়ে বক্তব্য দাখিলের জন্য বিধি মোতাবেক সময় বৃদ্ধি করা হলেও নির্ধারিত সময়ে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামার জবাব দাখিল না করায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৩) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মুহাম্মদ মুবিনুল কবীর, সদস্য (কাস্টমস নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব মুকিতুল হাসান (৩০০২৫৫), দ্বিতীয় সচিব (উপ কমিশনার), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক তাঁর বেতন গ্রেডের বর্তমান ধাপ হতে ০৩(তিন) ধাপ নিম্নে মূল বেতন ০৩(তিন) বছরের জন্য অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৭। সেহেতু, জনাব মুকিতুল হাসান (৩০০২৫৫), দ্বিতীয় সচিব (উপ কমিশনার), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত 'অসদাচরণ (Misconduct), এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক তাঁর বেতন গ্রেডের বর্তমান ধাপ হতে ০৩ (তিন) ধাপ নিম্নে মূল বেতন ০৩ (তিন) বছরের জন্য অবনমিতকরণের লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদকাল পরবর্তীতে বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না এবং উক্ত সময়ের জন্য কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। একই সাথে এ বিভাগের ১৬ জুলাই ২০২৫ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৮.৬৫.০১০৪.১৯.২১৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে জনাব মুকিতুল হাসান (৩০০২৫৫), দ্বিতীয় সচিব (উপ কমিশনার), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

কর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০১ মার্চ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৩৭.৬৫.০০৫৫.২৫.৮০**—মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন প্রভাষক (ভূগোল) পদ হতে এ বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রামে "সহকারী কর কমিশনার" পদে কর্মরত জনাব আবুল কালাম আজাদ এর চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বেতন সংরক্ষণের বিষয়ে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্ত পূর্বতন চাকরির (০৪-১২-২০২২ হতে ১৪-০১-২০২৫) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো:

শর্তসমূহ:

(১) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে 'অসাধারণ' ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(২) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আতিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

অর্থ বিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসন-২ শাখা

তারিখ : ৩০ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

নং **০৭.০০.০০০০.০৮২.১২.০০৩.২০২৩-৩০০**—বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত দুইজন কর্মকর্তাকে তাঁদের নামের পাশে বর্ণিত তারিখ হতে গ্রেড-৩ পদে ভূতাপেক্ষভাবে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ধারণাগত জেষ্ঠ্যতা প্রদানের তারিখ
১.	জনাব মোঃ গোলাম রহমান (পরিচিতি নম্বর: ০০১-০০১-২৬২) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা	২৩-০১-২০২৩ খ্রি.
২.	জনাব সোহেল আহমেদ (পরিচিতি নম্বর: ০০১-০০১-৩০৪) মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা	২৫-০৬-২০২৩ খ্রি.

শর্তসমূহ:

(ক) প্রদত্ত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা শুধু চাকরির ধারাবাহিকতা, বেতন নির্ধারণ ও পেনশনকাল গণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

(খ) বর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয় এর জন্য কোনো অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না; এবং

(গ) বর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয়ের পদোন্নতি ও অন্যান্য বিষয় প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে নির্ধারিত হবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা পারভীন
উপসচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৯ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৪.০০.০০০০.০১৪.০১৪.০২.২০.৫২**—"বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদি পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে রিসেটেলমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যানে অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করা হলো:

(ক) যৌথ তদন্ত কমিটি [Joint Verification Team/ Committee-(JVC)]:

১।	নির্বাহী প্রকৌশলী (হেডকোয়ার্টার) (প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদি পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল আইন নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা	আহবায়ক
২।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস কনসালটেন্ট (ইএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/প্রশাসক এর মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)	সদস্য
৫।	পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১। পুনর্বাসন কর্মসূচী প্রণয়নকালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োজিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ এবং অধিগ্রহণ আইনের আওতায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাই পূর্বক হালনাগাদ বাজেট প্রণয়ন সহকারে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রেরণ;

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী জমির স্বত্ববিহীন (Non Titled) ব্যক্তিবর্গ শনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, বাজেট প্রণয়নসহ সকল কাগজপত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রেরণ;

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের শনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বাজেট প্রণয়ন। এ সকল কাগজপত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রেরণ;

৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদি পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের উপরোক্ত কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও প্রতিবেদন যথা নিয়মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট দাখিলকরণ।

(খ) সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি [Property Valuation Advisory Committee-(PVAC)]:

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদি পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা -আহবায়ক

২। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/ মেয়র/প্রশাসক এর মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী) -সদস্য

৩। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় কর্মরত একজন কর্মকর্তা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

৪। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি (সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

৫। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস কনসালটেন্ট (ইএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি -সদস্য

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাশে রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদি পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা। -সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১। কমিটি মাঠ পর্যায়ে বাজার দর অনুসন্ধান ও যাচাই করে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য (Replacement Cost) নির্ধারণ ও সুপারিশ, করবে;

২। কমিটি সুপারিশকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য (Rekplacement Cost) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর প্রেরণ করবে।

(গ) স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি [Local Grievance Redress Committee-(LGRC)]:

১। সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদি পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা -আহবায়ক

২। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস কনসালটেন্ট (ইএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি -সদস্য

৩। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/ প্রশাসক এর মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী) -সদস্য

৪। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/ প্রশাসক এর মনোনীত একজন মহিলাপ্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী) -সদস্য

৫। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হতে একজন প্রতিনিধি (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

৬। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি -সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি সামাজিক ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগসসূহ পুনর্মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে সমাধান করবে;

২। অভিযোগ নিরসন কমিটিতে উপস্থাপিত যেকোনো অভিযোগ সাধারণভাবে প্রথম শুনানির দিনে নিরসন করতে হবে। জটিল প্রকৃতির অভিযোগসমূহ (যেখানে অতিরিক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজন) ০৩(তিন) সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করতে হবে;

৩। LGRC প্রয়োজনে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমীমাংসিত অভিযোগসমূহ মীমাংসা ও নিষ্পত্তির জন্য Project Level Grievance Redress Committee-(PLGRC) বরাবর প্রেরণ করতে পারবে;

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগও LGRC নিরসন করবে;

৫। LGRC ভূমির এওয়ার্ডিদের ও তাদের শরীকদের অংশীদারিত্বের ক্ষতিপূরণ বা প্রাপ্যতার বিষয় বিবেচনা করবে কিন্তু এওয়ার্ডিদের বিধিগত অধিকারের বিষয় পুনর্বিবেচনা করবে না;

৬। সাধারণভাবে LGRC এর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। LGRC কর্তৃক যেকোনো সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৭। আদালতের বিবেচনাধীন কোনো বিষয়ে LGRC কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৮। ন্যূনতম ০৪(চার) জন সদস্যদের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

(ঘ) প্রজেক্ট পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি [Project Level Grievance Redress Committee-(PLGRC)]:

কর্মপরিধি:

১। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি LGRC হতে প্রাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমীমাংসিত অভিযোগসমূহ মিমাংসা ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

২। LGRC এর নিকট থেকে অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হতে সাধারণভাবে ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ সমাধান করতে হবে;

৩। কমিটি প্রয়োজনে অভিযোগকারীর নিকট হতে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারবে বা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত পরিচালনা করতে পারবে;

৪। কমিটি সাধারণভাবে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে;

৫। কমিটি কর্তৃক যেকোনো সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৬। আদালতের বিবেচনাধীন কোনো বিষয়ে কমিটি কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৭। ন্যূনতম ০৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

(ঙ) পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি [Resettlement Advisory Committee-(RAC)]:

১। নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদি পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ের, রেলভবন, ঢাকা	আহবায়ক
২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মনোনীত একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৩। স্থানীয় মসজিদের ইমাম (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪। স্থানীয় স্কুল/কলেজ এর একজন শিক্ষক (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৫। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/ সিটিকর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান /মেয়র/প্রশাসক এর মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)	-সদস্য
৬। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস কনসালটেন্ট (ইএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি	-সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১। রি-লোকেশন ও পুনর্বাসন বাস্তবায়নের জন্য জটিল সমস্যাদি নির্ণয়;

২। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ গ্রুপ চিহ্নিত করে তাদের স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব নিরসন;

৩। সমস্যা সৃষ্টিকারী দলের সাথে আলোচনা ও তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য পুনর্বাসন ইউনিটকে উপদেশ প্রদান;

৪। অবকাঠামো, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক স্থাপনা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিকল্প স্থান খুজে বের করা;

৫। আরএসি'র কার্যাবলির ডকুমেন্ট সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও বাস্তবায়নকারী ইএসসি দপ্তরে সংরক্ষণ করা; এবং

৬। প্রকল্প পরিচালক এর অবগতির জন্য RAC এর কার্যাবলির রিপোর্ট প্রস্তুত করা।

২। উল্লিখিত কমিটিসমূহের কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ সন্নিবেশিত হবে;

শর্তসমূহ

(ক) গঠিত যৌথ তদন্ত কমিটি (JVC) সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি (PVAC) এবং পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি RAC তে মনোনীত কোনো কর্মকর্তা/ প্রতিনিধিকে পুনরায় স্থানীয় পর্যায়ে/প্রজেক্ট পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি (LGRC/PLGRC)-তে মনোনয়ন প্রদান করা যাবে না; এবং

(খ) সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি (PVAC) কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য (Replacement cost) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনে পুনঃযাচাই করে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও গাইডলাইনের আলোকে চূড়ান্ত অনুমোদন করবেন এবং এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ শফিউর রহমান
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪৩২/১৬ মার্চ ২০২৬

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.০০২.২০২৬.১০২**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ, ২০২৬-এর ১১ ধারা অনুযায়ী প্রফেসর মোঃ নূরুল ইসলাম, পিএইচডি, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের-কে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এর উপাচার্য পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক. উপাচার্য হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ হতে ৪(চার) বছর হবে;

খ. তিনি উপাচার্য পদে যোগদানের পূর্বে তাঁর মূল পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন;

গ. তিনি বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

ঘ. তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন; এবং

ঙ. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.১২১.২৩-১০৩**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ১৮-০৯-২০২৪ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১. ১২১.২৩-২৭৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনের (ঙ) নং শর্তানুসারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫-এর ১০ ধারা অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রফেসর (অব.) মো: রেজাউল করিম, পিএইচডি-কে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.১২১.২৩-১০৪**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫-এর ১০ ধারা অনুযায়ী প্রফেসর ড. মোঃ রইছ উদ্দীন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক. ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ হতে ৪ (চার) বছর হবে;

খ. উপর্যুক্ত পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতনভাতাদি পাবেন;

গ. তিনি বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

ঘ. তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন; এবং

ঙ. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.০৯২-২১-১০৬**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ১২-০৯-২০২৪ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১. ০৯২.২১-২৭৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনের (ঙ) নং শর্তানুসারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২-এর ১২ ধারা অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.০৫২-৯৭-১০৮—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ০৫-০৯-২০২৪ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.০৫২.৯৭-২৬৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনের (ঙ) নং শর্তানুসারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ১১ ধারা অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব-কে উক্ত পদ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক তাকেঁ তাঁর মূলপদে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা হলো।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.০৫২.৯৭-১০৯**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১১ অনুযায়ী প্রফেসর ড. মোঃ ফরিদুল ইসলাম, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক. ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ হতে ৪ (চার) বছর হবে;

খ. উপর্যুক্ত পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;

গ. তিনি বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

ঘ. তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন; এবং

ঙ. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.০৪১.২৩-১১০**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ১৮-০৯-২০২৪ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.০৪১.২৩-২৭৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনের (ঙ) নং শর্ত মোতাবেক প্রফেসর (অব.) ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার-কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.০৪১.২৩-১১১**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১২ অনুযায়ী প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আল ফোরকান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক. ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ হতে ৪ (চার) বছর হবে;

খ. উপর্যুক্ত পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;

গ. তিনি বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

ঘ. তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন; এবং

ঙ. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.২০১.১৩-১১২**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ইসলামি আরবি বিশ্বদ্যিালয় আইন, ২০১৩ এর ১১ অনুযায়ী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ১৯-০৯-২০২৪ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.২০১.১৩ (অংশ) -২৮৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনের (ঙ) নং শর্ত মোতাবেক প্রফেসর ড. মোঃ শামছুল আলম-কে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদ হতে অব্যাহতিপূর্বক মূলপদে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা হলো।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.১১.২০১.১৩-১১৩**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ইসলামি আরবি বিশ্বদ্যিালয় আইন, ২০১৩ এর ১১ ধারা অনুযায়ী প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ হতে ৪ (চার) বছর হবে;

খ. উপর্যুক্ত পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;

গ. তিনি বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

ঘ. তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন; এবং

ঙ. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলিফ রুদাবা
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)।

বৃত্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪৩২/১৬ মার্চ ২০২৬

নং **৩৭.০০.০০০০.০৮০.১১.০১০.১৮-১১৪**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ২৪-০৭-২০২৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৮০.১১.০১০.১৮.১২২ নম্বর প্রজ্ঞাপনের (ঙ) নং শর্তানুসারে প্রফেসর (অব.) ড. মো. মাকসুদ হেলালী-কে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

আলিফ রুদাবা
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)।

সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪৩২/১৬ মার্চ ২০২৬

নং **৩৭.০০.০০০০.০৮০.১১.০১০.১৮-১১৫**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৩ এর ধারা ১০(১) অনুযায়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাছুদ, ডিপার্টম্যান্ট অব মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক. ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ হতে ৪ (চার) বছর হবে;

খ. উপর্যুক্ত পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;

গ. তিনি বিধি অনুযায়ী পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

ঘ. তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন; এবং

ঙ. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

২. জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলিফ রুদাবা
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪৩২/১৬ মার্চ ২০২৬

নং শিম/শা:১৭/বিমক-১/২০১১-১১৬—বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর (অব) ড. এস. এ. ফায়েজ শারীরিক অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছে।

২. যথাযথ কৃর্তপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **শিম/শা:১৭/৪বিমক-১/২০১১-১১৭**—বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইন, ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১০/৭৩)-এর ৪(১)(এ) ধারা অনুযায়ী প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে নিম্নোক্ত শর্তে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

(ক) চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর হবে;

(খ) তিনি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি পাবেন;

(গ) এ নিয়োগাদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২. যথাযথ কৃর্তপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

আলিফ রুদাবা
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(উন্নয়ন-৩ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৩৭.০০.০০০০.০৮৩.১৯.১৭৬.২১-৩৬৪—**শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মচারীগণের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ কমিটির ৩০-১০-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠেয় সভার সুপারিশের আলোকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী স্থপতিগণের জ্যেষ্ঠতা নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো :

ক্র: নং	জ্যেষ্ঠতা ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	জন্ম তারিখ	সহকারী স্থপতি পদে নিয়োগের তারিখ	সহকারী স্থপতি পদে যোগদানের তারিখ	স্থায়ীকরণের তারিখ (প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ)
১	১	জনাব ফাহিমা ইসলাম লিরা	১১-০৩-১৯৮৮	৩০-০৮-২০১৮	০৩-০৯-২০১৮	২৮-০২-২০২১
২	২	জনাব মো: নাজমুল ইসলাম	১০-০১-১৯৯০	১৭-১১-২০২২	১৭-১১-২০২২	
৩	৩	জনাব মোছা: লুৎফুন নাহার লতা	২৮-১০-১৯৯৩	১৭-১১-২০২২	১৭-১১-২০২২	
৪	৪	জনাব ফারহানাজ ফারহীন	১০-০৯-১৯৯২	২৮-০৪-২০২২	০৮-০৫-২০২২	

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আম্বিয়া সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব।